[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সেলিম রেজার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা

করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে এইচএসসি পরিক্ষার হলে মোবাইল ব্যাবহার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নকল করার অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে দেেওয়া হয়েছে অব্যাহতি।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার সময় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এ ব্যবস্থা নেন।

জানা যায়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নকলের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল

গ্রাম কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এ সময় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জেমিন আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজ্জাদুল আলম স্বপন বলেন,পরিক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যাবহারের অভিযোগ প্রমানিত হওয়াই এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও দুই শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে “শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়নে এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা” শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় যুবসমাজকে মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুন্দর, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গঠনে তরুণদের ইতিবাচক মানসিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আইন মেনে চলার

মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং দেশ গঠনে যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপপরিচালক এস. এম. ওবায়দুল বাসার।

এ সময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার তরুণ-তরুণীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে চালক নিহত, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনীতে গরুবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে উজ্জ্বল হোসেন (৩৫) নামে এক ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রলিতে থাকা আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (৮ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রাইপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত উজ্জ্বল হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ইসমাইল হোসেন (৪৫), সাবদার আলী (৫০), রফিকুল ইসলাম (৫০); চকশ্যামনগর গ্রামের কবির হোসেন (৫০), ওসমান আলী (৪৮), ইসরাফিল হোসেন (৫০); যাদবপুর গ্রামের নাজমুল হোসেন (৩৫), বামনপাড়া গ্রামের রাজা হোসেন (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং রাধাকান্তপুর গ্রামের লিটন আহমেদ (৩৫)।

আহত শহিদুল ইসলাম জানান, তারা মেহেরপুর থেকে গরুবোঝাই ট্রলি নিয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পশুর হাটে যাচ্ছিলেন। পথে রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে

ঘটনাস্থলেই চালক উজ্জ্বল হোসেন নিহত হন এবং ট্রলিতে থাকা অপর ১০ জন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, “আমরা বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ গরুবোঝাই ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ট্রলির নিচে মানুষ ও গরু চাপা পড়ে। পরে স্থানীয়রা ট্রলিটি সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন এবং দড়ি কেটে গরুগুলোকে বের করেন। আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।”

রাইপুর গ্রামের রানা মিয়া জানান, তিনি একটি সেলুনে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে এসে ট্রলিটি উল্টে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অপর প্রত্যক্ষদর্শী জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, “গাড়িটি আলমডাঙ্গা পশুর হাটের দিকে যাচ্ছিল। রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চালক নিহত হন এবং অন্যরা গুরুতর আহত হন।”

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, উজ্জ্বল হোসেনকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দাতা সংস্থা কার্যক্রম গুটিয়ে

নেওয়ায় মেহেরপুরে সেবা থেকে বঞ্চিত কুষ্ঠ রোগীরা

দাতা সংস্থা দি লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআইবি) কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন মেহেরপুরের কুষ্ঠ রোগীরা। তাদের সহযোগী সংস্থা সলোম, চার্চ অফ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আদালতে মামলা চলমান থাকায় দাতা সংস্থাটি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এর ফলে মেহেরপুরের সনাক্ত হওয়া ৮২৯ রোগী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রোগীদের দাবি অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে হলেও প্রকল্পটি যেন চালু থাকে।

জানা গেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সীমান্তবর্তী মেহেরপুরকে কুষ্ঠ রোগের রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করে। মেহেরপুর সহ সারাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করার লক্ষে টিএলএমআইবি ২০১৫ সালে অংশিদারিত্বেও ভিত্তিতে কাজ শুরু করে।

সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষে মেহেরপুেও সালোম এনজিও সাথে তাদেও কুষ্ঠ রোগ নিমূল প্রকল্প কাজ শুরু করা হয়।

টিএলএমআইবি ‘সালোম’-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মেহেরপুেও ৮২৯ জন রোগীর কুষ্ঠ সনাক্ত করে এবং ৭৮৬ জন রোগীকে সেবা দেয় এবং তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সালোম ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে চরম দুর্নীতি এবং মামলায় জড়িয়ে পড়ার কারণে টিএলএমআইবি সালোমের সাথে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, দক্ষিণ-পশ্চিমের দশটি জেলার মধ্যে জেলাটিকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা সত্বেও জেলাবাসী টিএলএমআইবির মানবিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সালোম ব্যতিত মেহেরপুর জেলায় পরিচালিত অন্য কোনো বিশ্বস্ত এনজিওর মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সাধারণ মানুষের দাবি টিএলএমআইবির কুষ্ঠরোগ কার্যক্রম থেকে জেলার তিনটি উপজেলার মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

সদর উপজেলার িপোজপুর গ্রামের রোগী হাদেছা খাতুন দাবী করেন, টিএলএমআইবি মেহেরপুর জেলায় কাজ করুক আমরা উপকৃত হচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলার বিশ^নাথপুর গ্রামের শিশু রোগীর মা রিজিয়া খাতুন বলেন, আমার ছেলে জাহিদ কুষ্ঠ মিশনের সেবায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে তাই আমরা চাই সংস্থাটি অন্য কোনো ঝামেলা মুক্ত সংস্থা বা নিজেরা আমাদেও এখানে কাজ করুক।

মেহেরপুর পশুহাসপাতাল পাড়ার বিশিষ্ট সমাজ সেবক মশিয়র রহমান খান বলেন, জেলায় কুষ্ঠ মিশনের কাজ টিএলএমআইবি চলমান রাখুক। কারণ তাদের মাধ্যমে মেহেরপুরের কুষ্ঠরোগীরা উপকৃত হয়েছে।

জানা গেছে, টিএলএমআইবি তাদের অর্থায়নে মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৩৭টি স্কিন ক্যাম্প, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুষ্ঠ রোগ বিষয়ক পরিচিতিমূলক কার্যক্রম এবং ১২টি বিলবোর্ড স্থাপন করেছে।

জেলায় তাদের কার্যকালে নতুন কুষ্ঠ রোগী শনাক্তকরণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে মেহেরপুরের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। উপজেলা পর্যায়ে তাদের কার্যকালে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি), স্বাস্থ্য সহকারী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিচিতিমূলক কার্যক্রম প্রদান করেছে।

এছাড়াও লিফলেট বিতরণ, ভিডিও প্রদর্শন এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে কুষ্ঠ দিবস উদযাপন করেছে। পাশাপাশি, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আয়বর্ধক কাজের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বিভিন্ন সরকারি অধিকার প্রদানের জন্য তিনটি উপজেলায় কুষ্ঠ রোগী, কুষ্ঠ-আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সাধারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে মোট ২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তিনটি ফেডারেশন গঠন করা করেছে, যেগুলো কুষ্ঠ-আক্রান্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৫-১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে রোগটি দেখা যাচ্ছে যদিও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা কুষ্ঠে আক্রান্ত হয় না। মোট ৮২৯ জন কুষ্ঠ রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এবং সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

জেলায় কুষ্ঠের সার্বিক অবস্থা জানতে এই প্রতিবেদক মেহেরপুরের ‘সালোম চার্চ অফ বাংলাদেশের সভাপতি হেমেন হালদারকে কয়েকবার ফোন করা হলেও কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

[redacted]

[redacted]

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ৮(ক) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মো. পলাশ পারভেজ জানান, জব্দকৃত আলামতসহ আসামিকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিযানের পর স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মাদকবিরোধী অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তারা ধলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎপরতার প্রশংসাও করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এসআই মো. পলাশ পারভেজ পৃথক অভিযানে আরও দুইজনকে মাদকসহ আটক করেছিলেন।

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ১০ পিস ইয়াবাসহ ঝন্টু কর্মকার
(৪৬) ও হায়দার আলী (৫০) নামে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার ১ নম্বর কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামে হায়দার আলীর বসতবাড়ির উঠান থেকে ১০ পিস ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়।

আটক ঝন্টু কর্মকার হিন্দাভিটাপাড়ার মৃত আব্দুল খালেক কর্মকারের ছেলে এবং হায়দার আলী মাইলমারী চকপাড়ার মৃত আরমান আলীর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে হায়দার আলীর বসতবাড়ির উঠান থেকে ১০ পিস ইয়াবাসহ ঝন্টু কর্মকার ও

হায়দার আলীকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ব্যতিক্রমী আর্জেন্টিনা সাইকেল, মেসিপ্রেমে আলোচনায় সোহাগ

হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জীবন। পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। কিন্তু ফুটবলের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই তাকে এনে দিয়েছে ভিন্ন পরিচিতি। নিজের বাইসাইকেলকে আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের পতাকার রঙে সাজিয়ে নাম দিয়েছেন ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’।

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের বাসিন্দা লিও সোহাগ প্রতিদিন কাজে যাতায়াত করেন এই সাইকেলেই। তবে এটি সাধারণ কোনো সাইকেল নয়। পুরো সাইকেলজুড়ে রয়েছে আর্জেন্টিনার আকাশী-সাদা রং, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির ছবি। দূর থেকেই সাইকেলটি পথচারীদের দৃষ্টি কাড়ে।

সোহাগ আলী জানান, গত দুই বিশ্বকাপ ধরে তিনি নিজের সাইকেলটি এভাবেই সাজিয়ে আসছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আর্জেন্টিনা দলের সমর্থক এবং লিওনেল মেসির একজন বড় ভক্ত। প্রিয় দল ও প্রিয় খেলোয়াড়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেই ব্যক্তিগত খরচে সাইকেলটি সাজিয়েছেন।

তিনি বলেন, “যেখানেই যাই, মানুষ আমার ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’ দেখে থেমে যায়। অনেকে ছবি তোলে, আবার অনেকে প্রশংসা করেন। এতে আমার খুব ভালো লাগে।”

সোহাগের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্থানীয়দের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সের মানুষ তার সাইকেল দেখতে ভিড় করেন এবং ছবি তোলেন।

সোহাগের বন্ধু মাহফুজ রহমান বলেন, “তিনি একজন শ্রমজীবী মানুষ হলেও অত্যন্ত সৌখিন। ফুটবলের প্রতি তার ভালোবাসা সত্যিই অনন্য। আমরা চাই, তিনি প্রতি বিশ্বকাপেই এভাবে সাইকেল সাজিয়ে ফুটবলপ্রেম ছড়িয়ে দিন।”

স্থানীয় বাসিন্দা সুজন আলী বলেন, “গত দুই বিশ্বকাপ ধরেই সোহাগ তার সাইকেলটি এভাবে সাজিয়ে আসছে। বিষয়টি আমার খুব ভালো লাগে। আশপাশের মানুষও তাকে নিয়ে আলোচনা করেন। তার এই উদ্যোগ আমাদের এলাকাকে আলাদাভাবে পরিচিত করেছে।”

ফুটবলপ্রেম আর সৃজনশীলতার অনন্য মেলবন্ধনে সোহাগ আলীর ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’ এখন মেহেরপুরের মানুষের কাছে এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।